গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস ও ঐচ্ছিক বিষয়

মার্চ মাসে শুরু হতে যাচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। অথচ এখনও পর্যন্ত গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সকলেই মনে করেছিল আগামী এসএসসি পরীক্ষার অনেক আগেই ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকগণ এর পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তা হলে কি ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা মনে করবে- বোর্ডের চেয়ারম্যানদের দেয়া গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস ছিল কেবলই এসএসসির ফল বিপর্যয়ের সমালোচনাকে স্তিমিত করা? বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সত্যিই যদি ত্রুটিযুক্ত গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে আগামী এসএসসি পরীক্ষার অনেক আগেই তা করে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের ওয়াকিবহাল করুন। তা না হলে এবারও ফলাফলে বিপর্যয় আসবে। আমরা আশা করব বিগত সরকারের ত্রুটিযুক্ত গ্রেডিং পদ্ধতি বর্তমান সরকারের আমলে ত্রুটিমুক্ত হবে।

বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি পুনর্বিন্যাস করার সময় চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলে যোগ করার ব্যাপারে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলে কোন উন্নয়ন না হলে কোন শিক্ষার্থীই ঐচ্ছিক বিষয় অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন করে সময় ও অর্থের অপচয় করবে না। এটা অতি সহজ কথা ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরে যদি বেনিফিট পাওয়া না যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা কেন এ বিষয় পড়বে? আর বিদ্যালয়গুলোই বা কেন ঐচ্ছিক বিষয় চালু রাখবে? কাজেই বিদ্যালয় থেকে সহসাই ঐচ্ছিক বিষয়ের বিলুপ্তি ঘটবে। ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এমন কতগুলো বিষয় আছে যার বিলুপ্তি ঘটলে গ্রামেগঞ্জে পশ্চাৎমুখিতা আসবে। বিশেষ করে কৃষি, কম্পিউটার, কর্মমুখী শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে প্রতি বিভাগ ও জেলা সদরে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরে সারাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে/১০ হাজারেরও অধিক কম্পিউটার সরবরাহ করার কথাও বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে কম্পিউটার প্রবর্তনের কথা বলেছেন আর সেখানে চতুর্থ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার বিষয়টির বিদ্যালয়গুলো থেকে বিলুপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। কারণ গ্রেডিং পদ্ধতিতে চতুর্থ বিষয়কে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিবেচনায় আনা হয়নি।

ঐচ্ছিক বিষয়কে ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বর থেকে নিয়ম অনুযায়ী ৪০ নম্বর বাদ দিয়ে বাকি নম্বরের ওপর জিপিএ বের করে ৮ দিয়ে ভাগ করলে ফলাফলে যা আসবে তা অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্ত জিপিএ পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐচ্ছিক বিষয়ের জিপিএ অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্ত জিপিএ এর সাথে যোগ করলে ৫-এর অধিক হলেও সর্বোচ্চ ৫ই বহাল থাকবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হল :

ধরা যাক একজন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় ১০টি বিষয়ে জিপিএ ৪.৮৫ পেয়েছে। এই পরীক্ষার্থী ঐচ্ছিক বিষয়ে নম্বর পেয়েছে ৯৫। নিয়ম অনুযায়ী ৯৫-৪০=৫৫ এবং ৫৫ নম্বরের গ্রেড পয়েন্ট ৩। এই ৩ কে ৮ দিয়ে ভাগ করলে ০.৩৭৫ হয়, যা উক্ত ১০টি বিষয়ের প্রাপ্ত জিপিএ ৪.৮৫ এর সঙ্গে যোগ করলে (৪.৮৫+০.৩৭৫)=৫.২২৫ হয়। যেহেতু ৫ সর্বোচ্চ জিপিএ সেহেতু ৫ এর অধিক পেয়েও ওই পরীক্ষার্থীর জিপিএ ৫ই বহাল থাকবে। অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কারণেই ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত জিপিএ যোগ হয়ে ৫ হয়েছে যা তার জীবনের একটি বড় সাফল্য। এর ফলে ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থী অধিক মনোযোগী হবে।

তাই শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের কাছে অনুরোধ, প্রকাশিত লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর নিয়ম অনুযায়ী যোগ করে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিকে ত্রুটিমুক্ত করে ২০০২ সাল থেকে এসএসসি ও পরবর্তী সব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিন।

মোঃ মুজিবুর রহমান
সভাপতি, বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কারিগরি শিক্ষক সমিতি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স (আইডিই), ঢাকা

JAN 17 2002